সংবাদ পরিষেবা

অক্টোবর ২০১৪

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

তুঘলকাবিবাদ

২০/২৯

দিল্লির তুঘলকাবাদে একটা তৈরি করা বন আছে। এটা শহরের ভেতর বন। এই বনটার নাম সিটি ফরেস্ট। এই বনটার পাখপাখালি আর জন্তুজানোয়ার দূষিত জল খেয়ে মারা যাচ্ছে। এই দূষিত জল আসছে বেআইনি উপায়ে তৈরি কলকারখানা থেকে। এমন সব অভিযোগ করা হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টে। দিল্লি হাইকোর্ট দিল্লি পরিবেশ দফতরকে এই বন থেকে জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে বলেছে। খবরটা পাওয়া গেছে জিনিউজ.ইন্ডিয়া.কম থেকে।

খা দান

২০/৩০

কেরলে খাদানগুলোর ওপর থেকে কেরল সরকার নিষেধাদেশ তুলে নিল। নির্মাণের কাজে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রসদ পাওয়া যাচ্ছে না বলে এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ওই রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হল। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউন্যাল-এর এক ফরমান মাফিক কেরলে সমস্ত খাদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, ভূতত্ত্ব বিভাগকেও কোনো খনি খুঁড়তে বারণ করা হয়েছিল ওদিকে কেরল হাইকোর্টও একটা বিষয় খুঁজে পেয়েছে। বিষয়টা হল, ট্রাইবিউন্যালের নিষেধ নাকি ছিল খালি বালি-খাদান থেকে বালি তোলা নিয়ে, অন্য কোনো খাদান নিয়ে নয়। খবরটা দিয়েছে ডব্লুডব্লুডব্লু.বিজনেস-স্ট্যান্ডার্ড.কম।

মানব না

২০/৩১

অন্ধ্র, ছত্তিশগড় আর ওড়িশায় সোলাভরম বাঁধ হচ্ছে। এই বাঁধটা হচ্ছে গোদাবরী নদীর ওপর। এই বাঁধটা হলে অন্ধ্রে ২৭৬টা, ছত্তিশগড়ে ৪টা আর ওড়িশায় ৮টা গ্রাম ডুবে যাবে। এই বাঁধটা করার জন্য এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট করে ক্লিয়ারেন্সও নেওয়া হয়েছে। খবরটা এল ডব্লুডব্লুডব্লু.ডেকানক্রনিকল.কম থেকে।

..সুগ্রীব

২০/৩২

কম বৃষ্টিপাতের জন্য পাঞ্জাবে জলস্তর নামছে। পাঞ্জাবে ৭১ শতাংশ জমির সেচ হয় নলকূপে, ২৩ শতাংশ জমির সেচ হয় খাল দিয়ে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে, বৃষ্টি কম হওয়ায় কৃষকরা মাটির নীচ থেকে বিপুল পরিমাণ জল তুলে চাষ করছে। জলতল নেমেছে ১-১.৫ মিটার অব্দি। জলতল সবচেয়ে কমেছে সংগ্রুর, মোগা ও লুধিয়ানায়। যদিও শিবালিক পাহাড়ের নীচে দেয়ারা ও কান্দির অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। খবরটা দিয়েছে ডব্লুডব্লুডব্লু.ট্রিবিউনে ইন্ডিয়া.কম।

কু মেরু

২০/৩৩

উষ্ণায়নের জন্য কুমেরুর বরফ ভীষণভাবে গলে যাচ্ছে। এই বরফ গলার ফলে এই শতকে সাগরের জল খুব বেড়ে যাবে। এই জল

এতটাই বাড়বে যা সব ভাবনাচিন্তার বাইরে। যদি গ্রিনহাউস গ্যাস এইভাবে বাড়তেই থাকে তবে সাগরের জল বেড়ে দাঁড়াবে ৩৭ সেন্টিমিটারে। গ্রিনহাউস গ্যাস না থাকলেও সাগরের জল হয়তো বাড়ত। তবে সেই বাড়ার পরিমাণ হত, এই বড় জোর ১ সেন্টিমিটার। এইসব বলেছে জার্মানির পটসডাম ইনস্টিটিউট অব ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চ-এর গবেষকরা। খবরটা জানা গেল ডব্লুডব্লুডব্লু.ব্লুমবার্গ.কম থেকে।

মেড ইন চায়না

২০/৩৪

একটা সংকর জাতের ধান বানিয়েছে চিন। এই ধান এই বছর এক একরে ৬,০৭০ কিলো ফলন দেবে বলে বলে সকলে আশা করছে। আবার এই পরিমাণ নাকি ছাড়িয়েও যেতে পারে। তবে ফলন কম হবে, না বেশি হবে সবই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করছে। এইসব বলেছে এই ধান গবেষণা দলের প্রধান, বিজ্ঞানী য়ুয়ান লংপিং। খবরটা জানাল এচটিটিপি://ইউএসএ.চায়নাডেলি.কম. সিএন।

হস্তী না পুর

২০/৩৫

নামিবিয়ায় ডেসার্ট-হাতি শিকার বন্ধ করার দাবি উঠেছিল, দাবিটা উঠেছিল ফেসবুকে। কারণ নামিবিয়ায় এই হাতি কমে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার এই দাবি মানবে না। নামিবিয়ার পরিবেশ ও পর্যটন মন্ত্রী বলেছেন, সংবিধানের রীতিনীতি মেনেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কাজ চলছে, ওই হাতি শিকার নিষেধ করা হবে না। ডব্লুডব্লুডব্লু.ব্লুমবার্গ.কম খবরটা প্রকাশ করেছে।

চর্ব্যনাশ!

২০/৩৬

পান মশলা থেকে ছেলেদের অ্যানিমিয়া হতে পারে। পানমশলা শরীর থেকে ফলিক অ্যাসিড কমিয়ে দেয়। ফলিক অ্যাসিড মানে হল ভিটামিন বি। এই ভিটামিন বি শরীরে খুব লাগে। আসলে পান মশলা খেলে শরীর লোহা ও ফলিক অ্যাসিড নেওয়ার ক্ষমতা হারায়। এইসব দেখতে পেয়েছে লক্ষ্মৌ-এর কিং জর্জ-স মেডিক্যাল ইউনির্ভাসিটির ব্লাড-ক্যান্সার গবেষকরা।

নয় ৬

২০/৩৭

পৃথিবীর ৬টা দেশে জঙ্গল ভীষণ কমছে। এই ৬টা দেশ হল বলিভিয়া, লাও, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম,ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়া। এই দেশগুলোর ভেতর আবার সবচেয়ে বেশি জঙ্গল কমেছে বলিভিয়ায়। গত এপ্রিল থেকে জুনের হিসেবে বলিভিয়ার বন কমার হার গত ৫ বছরের গড় হিসেবে ২০০ শতাংশ বেশি। এর পরেই পরপর অন্য দেশগুলোর কথা আসে। এইসব ছবি পেয়েছে নাসার উপগ্রহ তার রীতিমাফিক ত্রৈমাসিক সমীক্ষা থেকে।

ঘোগ?

২০/৩৮

শ্রীলঙ্কার কৃষি-কীটনাশক বিষয়ক নিবন্ধক-এর শ্রীলঙ্কায় সবাই তীব্র সমালোচনা করছে। সবাই সমালোচনা করে বলছে, নিবন্ধক কীটনাশক ব্যাপারি বহুজাতিকদের সাহায্য করছে। এই বহুজাতিকরা যেসব রাসায়নিক সার-কীটনাশক আমদানি করছে সেগুলিতে ভীষণ বিষ। এই সার ও কীটনাশক থেকে যকৃতের এমন রোগ হতে পারে যা থেকে মৃত্যু অবধারিত। আগেই এইসব কথা নানা সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

অপুষ্ট লেখা

২০/৩৯

গর্ভবতী মা এবং কিশোরীদের অপুষ্টি দূর করতে ২০০২ সালে চালু হয়েছিল ন্যাশনাল নিউট্রিশন মিশন বা পুষ্টি মিশন। ১২ বছর কেটে গেছে, এখনো দেশের প্রতি ২ জন মহিলার একজন রক্তাল্পতায় ভুগছে। গালভরা মিশন-টিশন নাম থাকলেও ২০১২-১৩ সালে ২০০টি জেলার জন্য একাজে বরাদ্দ হয়েছিল ৫৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক সূত্রে এ খবর। লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে আরো জানা গেছে, ২০১৩-১৪ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১২৩ কোটি টাকা, গড়ে জেলা প্রতি যা ৫০ লক্ষের কিছু বেশি। এই টাকায় নাকি মহিলা ও কিশোরীদের অপুষ্টি দূর হবে। এসব দেখে ঢাকার কুট্টি বলছে, কইবেন না কত্তা ঘোড়ায়ও হাসব!

হোয়াইট হাউসে মাছি

২০/৪০

আমেরিকায় মৌমাছি কমে যাচ্ছে। এই মৌমাছি কমে যাওয়ার কারণ নাকি নিয়নিক কীটনাশক। এই নিয়নিক কীটনাশক দেওয়া হয়

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ভুট্টাক্ষেতে ও ঘরোয়া বাগানে। আমেরিকায় ফ্রেন্ডজ অব দি আর্থ নামের একটা দল নিয়নিক নিয়ে সমীক্ষা করে দেখেছে যে, ঘরোয়া সবজি বাগানগুলোয় ৫০ শতাংশ নিয়নিক আছে। এই নিয়নিক বিষ থেকে নাকি ব্যাপকভাবে মৌমাছি মারা যাচ্ছে। ফলে পরাগমিলন হচ্ছে না,ফলন মার খাচ্ছে। মৌমাছি কী করে বাড়ানো যায়, নিয়নিক কী করে কমানো যায় এই নিয়ে ওদেশে ব্যবসায়ীরা ভাবছে, ওদেশের সরকার ভাবছে।

এবার গুজরাট

২০/৪১

গুজরাট সরকার খাদ্য ফসলে জিনশস্য নিষিদ্ধ করল। বলল যে গুজরাটে জিনশস্য চাষ করা যাবে না, গুজরাট সরকার জিনশস্যের পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য কোনো এনওসি দেবে না। এখন অব্দি গুজরাট নিয়ে ১১টা রাজ্য, যারা খাদ্য ফসলে জিনশস্য ঢুকতে দিল না।

এত্তা জঞ্জাল !

২০/৪২

পৃথিবীর ৪০ শতাংশ আবর্জনা ঠিকমতো পোড়ানো হয় না। অথচ এই আবর্জনা থেকে ২৯ শতাংশ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়। এই সমীক্ষাটা করেছে আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমোসফেরিক রিসার্চ। এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই রকম করে আবর্জনা পোড়ানোয় সবচেয়ে এগিয়ে আছে চিন, ভারত, ব্রাজিল, মেক্সিকো, পাকিস্তান ও তুরস্ক।

যাক!

২০/৪৩

কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণ পর্ষদ কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দিতে পারবে না। এই কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কোর্ট এই কথা জানিয়েছে পুনার বন্যপ্রাণ প্রযত্ন-কর্মী চন্দ্রভাল সিং-এর এক আবেদনের উত্তরে।

দুর ছাই

২০/৪৪

তামিলনাড়ুতে তুতিকোরিনে নুন তোলার খাদান আছে।এই নুনটা ওখানে এখন খাদানে কালো হয়ে যাচ্ছে।এই কালো হয়ে যাওয়ার কারণ তাপবিদ্যুৎ চুল্লি থেকে উড়ে আসা ফ্লাই অ্যাশ। নুন খাদানের পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা তাপবিদ্যুৎ চুল্লি আছে। এই ফ্লাই অ্যাশ সেখান থেকেই আসছে। তুতিকোরিনের আয়ানারকুলম,কিজা আরাসাদি ও পট্টিনামারুথুর মিলিয়ে এই খাদানটা ১৫০ থেকে ২০০ হেক্টরের। এখানে এখন এই নুনের বাজার নামছে। কিন্তু তামিলনাড়ু সরকার বা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এই নিয়ে এখনো কোনো উদ্যোগ নেই।

ভানু মতি

২০/৪৫

গুজরাটে বিদ্যুৎ দিয়ে বাস চালানো হবে। এইরকম কথা বলেছে গুজরাট সরকারের পক্ষে গুজরাট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড। এখানে বিদ্যুৎ মানে সৌর বিদ্যুৎ। এই জন্য বাস চলাচলের রাস্তার মাঝে মাঝে সৌর বিদ্যুতের চার্জিং স্টেশন থাকবে। আপাতত বাস চলবে খালি আমেদাবাদ থেকে গান্ধীনগর।এই রাস্তাটা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার লম্বা। এই উদ্যোগটা নাকি প্রথম নিয়েছিলেন সেই সময়ের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি।

পার্কস

২০/৪৬

ঝাড়খন্ডে অক্সিজেন পার্ক নামে একটা পার্ক হবে। ভারতে প্রথম এই ধরনের পার্ক হচ্ছে। অক্সিজেন পার্ক মানে অনেক ধরনের গাছপালার ছোটখাট বনসহ পার্ক। এই পার্কটা হচ্ছে ঝাড়খন্ডের মোরহাবাদিতে। মোরহাবাদিতে ১৬,০০০ বর্গমিটারের একটা খোলা জায়গা আছে। এইখানেই এই পার্কটা হবে।

এই পার্কটা তৈরি করার কারণ রাঁচিতে প্রচুর ঘরবাড়ি হয়ে সবুজ কমতে বসেছে, আর শহরের বাতাসে পারদের মাত্রাও বেড়েছে। ঠিক হয়েছে এই পার্কটায় থাকবে বড় গাছ ৭০ শতাংশ, বড় ফুলের গাছ ২০ শতাংশ, ফুলের ছোট গাছ ১০ শতাংশ। এমন এমন গাছ লাগানোর কথা ঠিক হয়েছে যেগুলো বেশি পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়ে ও যেই গাছগুলোয় পাখি বাসা বাঁধতে পারে। গাছগুলো হবে নিম-পিপল এর মতো দেশি ও স্থানীয় মাটি, জল ও জলবায়ু উপযোগী। পার্কের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৬৫ লাখ টাকা। পার্কটায় গাছ ছাড়াও বসার জন্য বেঞ্চ ও একটা ছোট পুকুর থাকবে। কাজটার উদ্যোগ রাঁচি পুরসভার। পুরসভার পক্ষ থেকে কাজটার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাঁচির মুখ্য বনপালকে। কাজটা এই বছর শুরু হয়ে এই বছরেই শেষ করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। রাঁচি পুরসভার ডেপুটি মেয়র বলেছেন, এই অক্সিজেন পার্ক একেবারে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

রডোড্রেনড্রন ২০/৪৭

হিমালয়ে রডোড্রেনড্রন ফুল আগে আগে ফুটছে। আগে এই ফুলটা ফোটার সময় ছিল মার্চ থেকে মে, এখন ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মাঝামাঝির ভেতরই ফুটে যাচ্ছে। সমীক্ষা করে এইরকম দেখেছেন আলমোড়ার জি বি পন্ট ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট। তাঁরা বলেছেন এর কারণ তাপমাত্রার তারতম্য তথা উষ্ণায়ন। এই জন্য তাঁরা তিন বছর ধরে সমীক্ষা করেছেন আর তাপমাত্রার তথ্য নিয়েছেন গত ৪১ বছরের।

যাক গে ২০/৪৮

একটার পর একটা জঙ্গল কেটে সাফ করে শিল্প-কারখানা বানানো হচ্ছে। এখন অব্দি এইজন্য গেছে ১৮৩৮.৭৯ হেক্টর জঙ্গল। এই জঙ্গল কেটে কারখানা বানিয়েছে পসকো, জেএসপিএল, এসার স্টিল। এদের সঙ্গে আরো অনেক কারখানা আছে। খালি ইস্পাত কারখানার জন্য পসকো নিয়েছে ১২৫৩.২২ হেক্টর আর জেএসপিএল নিয়েছে ১৬৮.২৩হেক্টর। এর বদলে সব কারখানা মিলে দিয়েছে ১৬১.৩৩ কোটি টাকা নতুন জঙ্গল তৈরি ও বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

১/১৬ ডিমাই সাইজ ।। হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজ ।। ৪৫ পাতা। ৩০ টাকা।

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু